মেকিং এন্ড আনমেকিং অফ লাভ

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

সৌজন্যঃ সাপ্তাহিক ‘যায় যায় দিন’
(ফেব্রুয়ারী ১৭, ২০০৪; ‘ভালোবাসা’ সংখ্যায় সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশিত)

‘‘লাভ এন্ড ম্যারেজ, লাভ এন্ড ম্যারেজ; দে গো টুগেদার, লাইক হর্স এন্ড ক্যারেজ...’’ **(Love and marriage, love and marriage; they go together, like horse and carriage) ...**

কি সুন্দর গানটি ফ্র্যাংক সিনাত্রা গেয়েছে! লাভ আর ম্যারেজ – এ দুটি জিনিসের মধ্যে সম্পর্কটা এতই মৌলিক যে এ সত্যটি যে কোন সাধারণ ভদ্র মানুষকে (জেন্ট্রি) জিজ্ঞেস করলেও জানতে পাবার কথা। এ গানটি অবশ্য সিনাত্রার একটি মুভি থেকে। বাস্তব জীবনে তার এত ভালবাসা শেয়ার করার ছিল যে সে চার-চারটি বিয়ে করেছিল। একজন হলিউড তারকা, আসলে সুপার-তারকা, হিসেবে তার মত অনেকের জন্যই হর্স আর ক্যারেজ-এর সম্মিলন সর্বসাধারণের মত হবে না এটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ‘ফ্র্যাংক’লি বলতে, এর বিপরীতটার প্রত্যাশা করাটাই অনুচিৎ।

সমসাময়িক সময়ে যেখানে কোন কিছুই আর পবিত্র বা অলংঘ্যনীয় (sacred) গণ্য করা হয় না, সেখানে পরিবারের ধারণাটাও সেঁকেলে ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে, তা বোঝাটা দুঃষ্কর নয়। প্রেম-ভালবাসা মূলতঃ আবেগ-অনুভূতির বিষয়; সেক্স বা যৌনতা মূলতঃ দৈহিক ক্ষুধার সাথে সম্পৃক্ত। দুটো বিষয়ের মধ্যে অবশ্য ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে।

এ বিষয়টা বুঝতে কারো খুব অসুবিধা হবার কথা নয় যে, যে সব শিশুরা এ দুনিয়ায় আসে ভালবাসা ও পবিত্র কোন বন্ধনের ভিত্তিতে, তাদের জন্য সম্ভাবনাটা বেশী যে তাদের জীবন ও অস্তিত্বের বাস্তবতাটা নিয়ে তারা ভাববে, বুঝবে, এবং সম্মানের সাথে দেখবে মমতা ও পবিত্রতার প্রেক্ষাপটেই। আর যাদের আগমন ভালবাসা ও বিয়ের সাথে কোন সম্পর্ক ছাড়াই নিছক যৌনতা বা কামনা-বাসনার নাগরদোলায় চড়ে, তাদের জীবন ও অস্তিত্বের উপলব্ধি হবে অনুরুপ দৃষ্টিকোণ থেকেই।

দেহের যৌন কামনা ক্ষণিকের। দৈহিক কামনার জোয়ার আসতে বেশী সময় লাগে না। উদগ্র প্রমত্ততায় তা চরম পর্যায়ে পৌছে যায় অতি সহজেই, আর তার পর তা অনিবার্যভাবেই যায় নিভে। এই উদগ্র কামনার পুলকিত মূহুর্তগুলোতে স্থায়িত্বের কোন অর্থ বা চেতনা থাকে না। কিন্তু প্রেম-ভালবাসার স্থায়িত্বকামী অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। প্রাকৃতিক জগতে পশু-পাখীদের মাঝেও দেখা যায় যে তাদের যৌনতারও সাধারণতঃ দুটো দিক রয়েছেঃ তারাও ঘর বাঁধে এবং প্রজনণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা

রাখে। মানব প্রজাতির জন্যও তা অনুরূপভাবে প্রকৃতিসম্মত।

মার্ক টোয়েইন-এর সেঁকেলে (?) মনোভাবের পরিচয় মেলে তার এ উদ্ধৃতিতেঃ ‘লাভ সিমস দ্য সুইফটেষ্ট, বাট ইট ইজ দ্য স্লোয়েষ্ট অফ অল গ্রোথ্স্। নো ম্যান অর ওম্যান রিয়্যালি নোজ হোয়াট পারফেক্ট লাভ ইজ আনটিল দে হ্যাভ বিন ম্যারিড এ কোয়ার্টার অফ এ সেঞ্চুরী’। (*মার্ক টোয়েইন’স নোটবুক*) অবশ্য কখনো কখনো তার সুর ছিল ভিন্নঃ ‘মানব প্রজাতির প্রজননে নীতিবিগর্হিত (immoral) কিছু নেই - তা কোন আনুষ্ঠানিকতাসহ হোক বা না হোক। (মার্ক টোয়েইন, *এ বায়োগ্রাফি*)

আধুনিক সমাজে আমরা যেখানে মুক্ত বিহঙ্গের মত হবার কল্পনার রঙ্গীন ফানুসে উড়তে চাই, সেখানে এ সব নিছক সনাতনী কথা। এ সবের মধ্যে এ সেকেলে (?) ধারণাটাও রয়ে গেছে যে, এক বিয়ের বন্ধনের জন্য আরেকটি বন্ধন প্রয়োজনঃ তা হচ্ছে বিয়ে ও প্রেম-প্রীতির মধ্যেও একটি সংযোগ থাকা বা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যৌনমুক্তি আন্দোলনোত্তর পর্যায়ে আমাদের উগ্র-আধুনিক মন-মানসিতার কাছে এসব টোয়েইনী জটিলতার অবকাশ কোথায়?

মেকিং লাভঃ অর্থ-পরিভাষার রূপান্তর

সামগ্রিকভাবে বিয়ের ধারণার ক্ষেত্রে র‌্যাডিক্যাল পরিবর্তন এসেছে। এখনো বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছে, বিয়ে অর্থ হচ্ছে ‘একজন পুরুষ ও নারীর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মিলন’। কিছু কিছু পুরনো ডিকশনারীতে (যেমন, The Advanced Learner's Dictionary of Current English-এর ১৯৭৩ সংস্করণে) উপরিল্লিখিত একটি অর্থই রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণে, বিয়ের অর্থ যে সবার কাছে এক ও অভিন্ন তা আর নাও হতে পারে। সেদিন হয়ত বেশী দূরে নয়, যখন কোন বিয়ের কথা শুনলে অথবা দাওয়াত পেলে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করতে হবেঃ এটা কি ভিন্ন-লিঙ্গ (heterosex) বিয়ে না অভিন্ন-লিঙ্গ (same-sex) বিয়ে। কে জানে ভবিষ্যতে হয়ত মানুষ এবং পশু-পাখীরও বিয়ে হবে এবং তার আইনানুগ ও সামাজিক স্বীকৃতির দাবী উঠবে! বস্তুতঃ বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের লেজবিশিষ্ট পূর্বপুরুষ আত্মীয়েরা এখনো আছে এবং গাছ থেকে গাছে সদানন্দে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। নৈতিকভাবে ঠিক বা ভূল যেহেতু আপেক্ষিক হয়ে যাচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা রয়েছে আপন আপন সংজ্ঞা বেছে বা খুঁজে নেয়ার। তাই নয় কি? তাহলে, এ নিয়ে এত হৈ চৈ-হাঙ্গামার কি আছে?

বিষয়টা বোঝার জন্য প্রথমে যে সব পরিবর্তন ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং যা আমাদের চোখের সামনেই হয়ে চলেছে তার ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর কিছুটা আলোকপাত করা যাক। গত অর্ধ শতাব্দীর র‌্যাডিক্যাল সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পেছনে কাজ করেছে যৌনতার ব্যাপারে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গী, যার প্রতিফলন ঘটেছে, যেমন, বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী টিনা টার্নারের কথায়ঃ “প্রেম-ভালবাসার সাথে এর (অর্থাৎ, যৌনতার) সম্পর্ক কি?”

প্রকৃতপক্ষে, ভালবাসা ও সেক্স ক্রমে ক্রমে সমার্থক হয়ে গেছে, যেমনটি এই সময়ের অনেক পপ সঙ্গীতে পাওয়া যায় যৌনতার অর্থে প্রেম-ভালবাসা (love) শব্দের ব্যবহার।*

সঙ্গমের অনেক ইংরেজী শব্দ আছে। বর্তমান যুগে সঙ্গমের একটি বহুল প্রচলিত ইংরেজী শব্দ হচ্ছে 'make love'। অতীতে প্রেম-ভালবাসা হতো বা ঘটত (love used to "happen")। মানুষ প্রেম-ভালবাসা বানাত না (make love), যেমন করে গাড়ী, বাড়ী অথবা সম্পদ বানানো হয়। এক শতাব্দীরও বেশী আগে 'মেক লাভ' বাক্যাংশের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তা যৌনতার সমার্থক হিসেবে নয়। দৃষ্টান্তস্বরুপ, শেক্সপিয়ার Macbeth-এ খুনীদের বলেঃ 'এ্যান্ড দেন্স ইট ইজ দ্যাট আই টু ইয়োর এসিস্টেন্স্ ডু আই মেক লাভ'। এই 'মেক লাভ' বাক্যাংশ আরও অনেক প্রখ্যাত লেখক ব্যবহার করেছেঃ জন ড্রাইডেন, হেনরী ফিলডিং, জেইন অস্টেন, টমাস হার্ডি, হেনরী জেম্স্, ডি এইচ লরেন্স প্রমুখ।

তবে, বর্তমান যুগের আগে, এই বাক্যাংশটা মোটামুটি বোঝাত অনেকটা এরকমঃ 'কারও বাসনার ঘোষণা বা প্রকাশ'। এর সাথে যৌনতার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই সমারসেট মম্-এর 'অফ হিউম্যান বন্ডেজ'-এ এই সংলাপ দেখা যায়ঃ

> 'ডিড হি মেক লাভ টু ইউ?' হি আস্ক্ড্। দ্য ওয়ার্ডস্ সিম্ড্ টু স্টিক ফানিলি ইন হিজ থ্রোট, বাট হি আস্ক্ড্ দেম নেভারদিলেস। হি লাইক্ড্ মিস উইল্কিনসন ভেরী মাচ, এন্ড ওয়াজ থ্রিল্ড বাই হার কনভারসেশন, বাট কুড নট ইম্যাজিন এনি ওয়ান মেকিং লাভ টু হার।
>
> 'হোয়াট এ কোশ্চেন!' শি ক্রাইড। 'পুওর গাই, হি মেড লাভ টু এভরি ওম্যান হি মেট। ইট ওয়াজ এ হ্যাবিট দ্যাট হি কুড নট ব্রেক হিমসেল্ফ অফ।'

যারা অবহিত নন যে এক সময় এ বাক্যাশের ভিন্ন অর্থ ছিল তাদের জন্য এ ধরণের সংলাপ অনভিপ্রেত রস আস্বাদনের খোরাক হতে পারে। মার্টিন স্টেন্ট*-এর 'এ' লেভেল শিক্ষার্থীদের ক্লাশে বিষম হাসাহাসি শুরু হয় যখন Austen's 'Emma' -র নিম্নোক্ত অংশ আসেঃ

> ..... বাট স্কেয়ার্সলি হ্যাড শি বিগান, স্কেয়ার্সলি হ্যাড দে প্যাস্ড্ দ্য সুইপ-গেট অ্যান্ড জয়েন্ড দ্য আদার ক্যারেজ, দ্যান শি ফাউন্ড হার সাবজেক্ট কাট আপ - হার হ্যান্ড সিজ্ড্ - হার অ্যাটেনশন্ ডিম্যান্ডেড, অ্যান্ড মিঃ এল্টন অ্যাকচুয়ালি মেকিং ভায়োলেন্ট লাভ টু হার .....

ক্লাশটি বেশ মজা পেল 'Mansfield Park' -এ Fanny-র কানে যখন Edmund 'ejaculate' (আক্ষরিক অর্থে নিলে, বীর্যপাত) করে। কিন্তু সেটা আরেক গল্প। এ সব শব্দের ব্যবহারের সাথে যৌনতার কোন সংযোগ ছিল না।

আসলে, যৌনতার সমার্থক হিসেবে 'মেক লাভ'-এর প্রচলনটা মাত্র গত কয়েক যুগে শুরু হয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এর সূচনা ৬০-এর দশকে

আমেরিকায় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে যখন শ্লোগান দেয়া হোত ‘মেক লাভ, নট ওয়ার’ তখন থেকে। পিটার ফ্রিউয়ার-এর ‘মিসেস গ্রুন্ডি - স্টাডিজ ইন ইংলিশ পোয়েট্রি’ বইতে উনবিংশ শতাব্দীতে যে অযৌন অর্থে ব্যবহৃত হতো শুধু সে অর্থটাই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

রেড ভ্যালেরিয়ান প্রাক-বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন গ্রন্থের একটি **CD-Rom** সংকলন-এ সন্ধান করে পায় যে ষাটেরও বেশী গ্রন্থকারের প্রত্যেকেই ‘মেকিং লাভ’-এর সাবেক অর্থেই ব্যবহার করেছে, যার সাথে যৌনতার কোন সংযোগ নেই। ১৯১৩ সালে ডি এইচ লরেন্স্ তার গ্রন্থ ‘**Sons and Lovers**’-এ এই শব্দ দুটিই ব্যবহার করেছে, কিন্তু কোন যৌনতার ধারণা বা ঈঙ্গিত ছাড়াই। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাবলী ভ্যালেরিয়ান-এর এই গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি।

যৌন বিপ্লবঃ বিয়ের শিকল থেকে প্রেম-ভালবাসার মুক্তি?

যৌন বিপ্লবের একটি অন্যতম ফল ভালবাসা ও বিয়ের সনাতন বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা। যারা সত্যিই বিশ্বাস করে যে ভালবাসা ও বিয়ের মধ্যে নৈতিক, মনঃস্তাত্বিক বা সামাজিক যোগসূত্র নেই, ভালবাসা ও বিয়ের পরিবর্তে ভালবাসা ও যৌনতার মিলনসূত্র গাঁথায় তাদের বিরাট এক সাফল্য রয়েছে। এর জন্য যে মূল্যই দিতে হোক, তাদের কাছে এটা অবশ্যই মূল্যবান ছিল। কিন্তু বিশেষ কি মূল্য দিতে হয়েছে? ক্রমবর্ধমান তালাকের হার, দাম্পত্য অসততা, বিপর্যুস্ত পরিবার প্রতিষ্ঠান, ব্যাপক কৈশোর প্রেগনেন্সী, ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক বন্ধন, ব্যাপক যৌন অসদাচার, বিরাট সংখ্যক অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, চাওয়ামাত্র গর্ভপাত, ইত্যাদি। যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা ও বিয়ের বন্ধন প্রকৃতি ও নৈতিকতার দ্বৈত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের অনেকের কাছেই এটা মূল্য হিসেবে অনেক বেশি এবং অগ্রহণযোগ্য। যারা এ ধরণের জীবনবোধের সাথে একমত নয়, তারা নৈতিকতার সংজ্ঞায়নে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অজুহাত দেখায়।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা ক্রমাগতভাবেই এগিয়ে চলেছি রশি-র (**corded**) জগৎ থেকে রশিবিহীন (**cordless**) জগতে। আরও একটি অর্থে আমরা কর্ডলেস হয়ে যাচ্ছি। আমরা সবাই জানি নবজাতকেরা জন্মলগ্নে নাড়ীর মাধ্যমে মাতৃগর্ভের সাথে যুক্ত থাকে। এই কর্ড কেটে ছিন্ন করার মাধ্যমেই মানুষ হিসেবে নবজাতকের যাত্রার শুরু হয়। এই কর্ড ছিন্ন করে ফেলার অর্থ এ নয় যে আবেগ অথবা সামাজিক দিক থেকে সেই কর্ডকে আমরা ভুলে যাই, যা কয়েকদিনের মধ্যে শুকিয়ে গিয়ে রেখে যায় শুধু সেই সংযোগের চিহ্ন। এটা এক ধরণের মিস্টিক, স্বর্গীয় বা মরমী সংযোগ যা নিছক দৈহিক নয়। এটা এক বিশেষ বন্ধনের পরিচায়ক, অনেকের মতেই যার এক পবিত্র দিক রয়েছে, সন্তান ও সেই গর্ভ যাতে সন্তানের জন্ম উভয়ের মধ্যে সংযোগ হিসেবে।

> “হে মানব জাতি! তোমাদের রব্ (সৃষ্টিকর্তা/প্রতিপালক)-এর ব্যাপারে সচেতন হও যে তোমাদের একটি ‘রুহ্’ থেকে সৃষ্টি করেছে; তা থেকেই তার জুড়ি

বানিয়েছে এবং এই উভয় থেকে বহু সংখ্যক পুরুষ ও নারী দুনিয়াতে ছড়িয়েছে। সেই খোদার ব্যাপারে সচেতন হও যার মাধ্যমে তোমরা পরস্পরের কাছে থেকে নিজেদের হক্ দাবী কর। গর্ভ/রক্তের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। জেনে রাখ, খোদা তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখে। ''
[৪/আন-নিসা/১]

''গর্ভ (যার মাধ্যমে রক্তের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়) খোদার আরশ থেকে (এক অদৃশ্য রশির মতো সংযুক্ত অবস্থায়) ঝুলছে, এবং ঘোষণা দিচ্ছেঃ 'খোদা তার সাথে থাকবে, যে আমার বন্ধন বজায় রাখবে; আর খোদা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, যে আমার বন্ধন/সম্পর্ক ছিন্ন করবে।'' [সহীহ মুসলিম, #৬১৯৮]

তাই যারা এই জীবনকে দেখে উভজাগতিক বা দুই জাহানের লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে এবং পরিবার-কেন্দ্রীক, রক্তের সম্পর্ককে পবিত্র হিসেবে দেখে, তাদের কাছে শিশু ও মাতৃগর্ভ সংযুক্তকারী কর্ডটি আরও অনেক দূর প্রসারিত - কোন আর এক জগৎ থেকে ঝুলে থাকা কর্ডের অংশ হিসেবে যা আমরা দেখতে পাই না, সম্ভবতঃ চোখ বুজে আমাদের হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখা ছাড়া। সমসাময়িক উন্নত প্রযুক্তির, আধুনিক, কর্ডলেস সমাজে, আমরা আরেক ধরণের কর্ডলেস সামাজিক পরিবেশের দিকে এগিয়ে চলেছি। এখন বিয়ের কোন বন্ধন ছাড়াই মানুষ একসাথে থাকতে পারে, এমনকি সন্তানেরও জন্ম দিতে পারে। ঐতিহ্যগত প্যারেন্টহুডের মতই সিংগল্ প্যারেন্টহুড বহুল প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে। যৌন বিপ্লবোত্তর যুগে অনেকেই মনে করে, তারা যখন (যেমন করে) খুশী গর্ভ ধারণ করতে পারে এবং ইচ্ছেমত যখন ও যেমন করে খুশী গর্ভপাতও করতে পারে। কত সহজে অনেকে বিনা দ্বিধায়, সন্তান-সন্ততি ও তাদের জীবনের কথা তুচ্ছ করে তালাকের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের ওপর তালা লাগিয়ে দেয়। এতে কি তাহলে খুব বিস্মিত হবার থাকে যে, মাতা-পিতারা যেমন সহজভাবে তাদের সন্তান-সন্ততিকে ডে-কেয়ার সেন্টারে পাঠায়, তারই ন্যায্য বদলা হিসেবে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় নার্সিং হোমে?

পরিবার ও ঘর হবার কথা নিরাপত্তা ও আরামের আশ্রয়। বিশেষ করে মায়ের কোল। কিন্তু আধুনিক কর্ডলেস সমাজে তাতেও দুর্বলতা এসেছে। নবজাতক শিশুকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবার মত ঘটনা আর দুর্লভ কিছু নয়। সুসান স্মিথ (সাউথ ক্যারোলিনা, ইউ এস এ)-এর মত এমন মাতাও এখন দুর্লভ নয় যারা নিজের হাতেই তাদের সন্তানদের জীবন নেয়। পরিবার, প্রেম, বিয়ে, মাতা-সন্তান সম্পর্ক - কোন কিছুই আর পবিত্র বা অলংঘ্যনীয় বলে মনে হয় না। মানুষ যখন তাদের কামনা-বাসনা সবকিছুই কোন অর্থপূর্ণ ও স্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তি ছাড়াই সম্ভব ও গ্রহণযোগ্য মনে করে, তখন এ সব আনুষ্ঠানিক ও সনাতনী বন্ধনী শিকল-এর প্রয়োজন কি?

অবশ্যই এ প্রসঙ্গে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যেসব সমাজে বিয়ে এত পবিত্র যে ভালবাসা-রোমান্সের সাথে তার কোন সংযোগ নেই, সেখানে প্রায়শঃই নারীকে নিছক প্রজণনের মেশিন ও তত্বাবধায়কে পরিণত করা হয়েছে।

আর তারই বিপরীত মেরুতে রয়েছে আধুনিক কর্ডলেস সমাজ যেখানে ভালবাসা আর যৌনতার সাথে বিয়ে-শাদীর মত সনাতনী কোন কিছুর সংযোগ নেই। ডঃ কার্ল বাওম্যান বলেছেনঃ 'লাভ ইজ অ্যান অবসেসিভ ডেলিউশন দ্যাট ইজ কিওর্ড বাই ম্যারেজ'। তবে আধুনিক সমাজ যেন বলতে চাইছেঃ 'ম্যারেজ ইজ অ্যান অবসেসিভ ডেলিউশন দ্যাট ইজ কিওর্ড বাই লাভ' - কর্ডলেস লাভ, অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক।

হাওয়া বইছেঃ যৌনতার পক্ষে, ভালবাসার পক্ষে নয়

যাহোক, এটা মনে হয় অনস্বীকার্য যে হাওয়া ভালবাসার পক্ষে বইছে না। বইছে যৌনতার পক্ষে; বিয়েকে যেমনটি আমরা জানি সেরকম বিয়ের পক্ষে নয়, নিছক সম্পর্ক-বন্ধনের পক্ষে। অনেকের জন্যই প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা আর হচ্ছে না (happening), আমরা ভালবাসা বানাচ্ছি (making love)। যেমন আরও কত কিছু আমরা বানাই - কার, সোফা অথবা ডিজপোজেবল ডায়পার - আমরা এখন ভালবাসা বানাই (মেক লাভ)। বিস্মিত হবার কি আছে যে, নিছক যৌনতার পরিবর্তে ভালবাসা যেখানে বিয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল, কর্ডলেস সমাজের প্রভাবে ভালবাসা এখন 'হাওয়ার সাথে গায়েব' **"Gone with the Wind"**। এটা হচ্ছে সর্বকালের অন্যতম প্রখ্যাত একটি মুভির নাম, যাতে অভিনয় করে ক্লার্ক গেবল ও ভিভিয়ান লি। মার্গারেট মিচেলের জনপ্রিয় উপন্যাস ভিত্তিক ১৯৩৯ সালের এই মুভির শেষের দিকে, ক্যাপ্টেন বাটলার তার হ্যাটটি মাথায় দিয়ে, স্টিকটি হাতে নিয়ে তার অনুতপ্ত, ক্রন্দনরতা অবিস্বস্ত স্ত্রী ও ভালবাসাকে পেছনে ফেলে যাবার আগে বললঃ '*ফ্রাঙ্কলি মাই ডিয়ার, আই ডোন্ট গিভ এ ড্যাম*'!

মনে হচ্ছে 'মেকিং লাভ' আধুনিক অর্থে তার 'আনমেকিং'-এর পথ প্রশস্ত করে চলেছে।

---

*এই প্রবন্ধ লিখতে প্রাসঙ্গিক গবেষণায় রেড ভ্যালেরিয়ান, ইংরেজীর প্রাক্তন শিক্ষক, এবং মার্টিন স্টেন্ট সহায়তা করেছে। তাদের সাথে পরিচয় ও যোগাযোগ ইন্টারনেটের সূত্রে।

[লেখক যুক্তরাষ্ট্রের **Upper Iowa University (USA)**-তে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর একজন অধ্যাপক। ই-মেইলঃ farooqm@globalwebpost.com; হোমপেজ: http://www.globalwebpost.com/farooqm]